যুগান্তর

তারিখ 28 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ফৌজদারহাটে হবে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রদত্ত মহিউদ্দিন চৌধুরীর অনুরোধপত্রের পরই স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

এমএ কাউসার, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

নানা মতভিন্নতার পর ফৌজদারহাটেই ৩০ একর জায়গাজুড়ে গড়ে তোলা হচ্ছে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও অনেকে চেয়েছেন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের (চমেক) বর্তমান ক্যাম্পাসের আশপাশেই হোক বিশ্ববিদ্যালয়টি। ১ জুলাই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) ক্যাম্পাসের পাশে খালি জায়গায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। এ ছাড়া ১৫ জুলাই প্রকৌশলী ও স্থপতিদের নিয়ে ক্যাম্পাসের স্টাফ কোয়ার্টারসংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। সেখানকার পাহাড়ি পরিবেশেই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা জানিয়েছিলেন তিনিও। এরপর ১৮ আগস্ট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান নয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি উপানুষ্ঠানিক চিঠি দেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। চিঠিতে মহিউদ্দিন ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

ফৌজদারহাটে হবে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

চৌধুরী ফৌজদারহাট বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ক্যাম্পাসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে উল্লেখ করে সেখানেই চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুরোধ করেন। এরপর ফৌজদারহাট বক্ষব্যাধি হাসপাতালের জমিতেই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত অনেকটা চূড়ান্ত করা হয়। শিগগির এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালক (পিডি) নিয়োগ দেয়া হবে বলেও সূত্র জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করেই চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্বাচন নিয়ে শুরু থেকেই চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ ও বিএমএ নেতাদের মধ্যে মতভিন্নতা তৈরি হয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ বর্তমানে নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সিটি মেয়র আ জ ম নাছিরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আরেকটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় একই এলাকায় বা ক্যাম্পাসে হলে সেটির নিয়ন্ত্রণও চলে যাবে তার হাতে। এমন ধারণা থেকেই মহিউদ্দিন চৌধুরী নগরীর বাইরে ফৌজদারহাটে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে মত দেন এবং এ লক্ষ্যে চিঠি দেন বলে বর্তমান মেয়রের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে। তবে ফৌজদারহাটে কেন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত তার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন মহিউদ্দিন চৌধুরী তার প্রদত্ত অনুরোধপত্রে। মহিউদ্দিন চৌধুরীর ঘনিষ্ঠজনরা বলেছেন, এখানে কোনো রাজনীতি নেই। অদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই উপযুক্ত স্থান হিসেবে ফৌজদারহাটে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে।

ফৌজদারহাট বক্ষব্যাধি হাসপাতাল সূত্র জানায়, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ (বিআইটিআইডি) ও ফৌজদারহাট সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল এলাকায় জমি রয়েছে ১৬ একর। যার মধ্যে অবকাঠামো রয়েছে ২ একর জমিতে। এ ভবনটি ছাড়া প্রায় ১৪ একর খালি জমি আছে বক্ষব্যাধি হাসপাতালের ক্যাম্পাসে। এ ছাড়া বিআইটিআইডি চার তলার ভবনটি প্রয়োজনসাপেক্ষে আরও ১১তলা পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। আর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি প্রয়োজন প্রায় ২৮ থেকে ৩০ একর। এর মধ্যে বক্ষব্যাধি হাসপাতালের খালি থাকা ১৪ একর জায়গা নিয়ে পাশাপাশি আরও ১৫ থেকে ১৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব।

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা নির্ধারণের জন্য ৭ অক্টোবর দ্বিতীয় দফা গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী প্রকৌশলী ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) কয়েকজন নেতাসহ ফৌজদারহাট বক্ষব্যাধি হাসপাতাল এলাকা পরিদর্শন করেন।